আদনানির মৃত্যু এবং মুবাহালা নিয়ে খারেজি ও তাদের অনুসারীদের অসাড় বক্তব্যের জবাব

পরিবেশনায়

الحكمة

আল হিকমাহ

মুবাহালা হল এমন একটি দু'আ যা দু'জন ব্যক্তি যারা একে-অপরকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করছে, তারা জনসম্মুখে করে। তারা প্রকাশ্যে, জনসম্মুখে এই দু'আ করে যেন দুজনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয়, সে যেন অভিশপ্ত হয় এবং সে যেন ধ্বংস হয়।

আদনানি মুবাহালা করেছিল, "ও আল্লাহ্‌! যদি IS খাওয়ারিজ হয় তাহলে এর কোমর ভেঙ্গে দিন, এর নেতাদের হত্যা করুন, এদের পতাকার পতন ঘটান এবং এর সৈন্যদের সত্যের অভিমুখী করুন।"

আলহামদুলিল্লাহ! আদনানির মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা মুবাহালার চূড়ান্ত ফল দেখতে পাচ্ছি...

যদিও দাওলার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা মুবাহালার ফল প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি হাস্যকর উপায়ে অস্বীকার করছে...

আলোচ্য ডকুমেন্টে ISএর আল বায়ান রেডিওতে দেয়া বক্তব্যের জবাব এবং মুবাহালার ফলাফলের ব্যাপারে চূড়ান্ত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে...!

আগে থেকে কিছু জানা না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই...

খারেজিঃ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমরা যখন জিহাদের এক উজ্জ্বল প্রতীকের মৃত্যুতে শোকে মর্মাহত তখন ক্রুসেডার এবং তাদের মুনাফিক ও মুরতাদ দোসর এবং অন্যান্য অজ্ঞ লোকেরা এ খবর শুনে আনন্দ উদযাপন করছে।

আল্লাহর কসম! আমি কখনও ভাবতেও পারিনি শায়েখের পক্ষ সমর্থন করে আমাকে লিখতে হবে, আমার কল্পনাতেও আসে নি কুফফারদের হাতে একজন মুসলিমের মৃত্যুতে মুসলিম দাবীদার কেউ আনন্দিত হতে পারে। কিন্তু এ হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা, লা হাওলা ওয়ালা কু'আতা ইল্লা বিল্লাহ।

জবাবঃ সারা বিশ্বের মুসলিমরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী দিবে বর্তমান জমানায় খারেজী আদনানি এবং তার তাকফিরি অনুসারীদের মত আর কেউ জিহাদের এত ক্ষতি করেনি। মুসলিম উম্মাহ সাক্ষী দিবে সে ছিল একজন মিথ্যাবাদী, যে তার কথা ও দাবীতে মিথ্যা বলত এবং তার এ মিথ্যা হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলিমকে মৃত্যু ও ধংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর দ্বারা ইসলাম কোনভাবেই উপকৃত হয়নি; বরং উপকৃত হয়েছে কুফফার আর তার গুণ্ডাবাহিনীর সদস্যরা। বর্তমানে মুসলিমরা খুলাফায়ে রাশেদিন বিশেষ করে হজরত আলি(রাঃ)'র সুন্নাহ অনুসরণ করেছে যিনি তাঁর সময়ের এক খারেজীর মৃত্যু দেখে আনন্দিত হন এবং রবের দরবারে কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। তাই মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে এই খারেজীর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করছে যেমনিভাবে তাদের পূর্বসূরি আলি(রাঃ) এক খারেজীর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমরা যে শোকে মর্মাহত এটা একটা বিরাট মিথ্যা কথা। কিভাবে তারা শোকে মর্মাহত হতে পারে যখন কি না তারা রাত-দিন আল্লাহর কাছে খাওয়ারিজদের ধ্বংস এবং এ ফিতনা বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করেছেন? তাই তাঁরা মর্মাহত নন বরং তাঁরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ কেননা আল্লাহ তা'আলা এ খাওয়ারিজদের ধ্বংস হওয়ার দু'আ কবুল করেছেন।

খারেজিঃ এসব প্রতিবন্ধী নির্বোধদের সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে দেয়া হলঃ

“যদি তোমরা একে সত্যের মাপকাঠি মনে কর তবে তোমাদের জন্য কিছু তথ্য দেয়া হল যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারোঃ

জবাবঃ প্রথমত আদনানি নিজে এ মুবাহালার ঘোষণা দিয়েছিল এবং তাদের মৃত্যুকে সে নিজে সত্যের মাপকাঠি বানিয়েছিল। তাদের শারিয়াহ কোর্টে এসে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানানো হয়েছিল কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শায়খ আবু আবদুল্লাহ শামিকে মুবাহালার আহ্বান জানায়। এমনকি শায়খ আবু আবদুল্লাহ শামি যখন মুবাহালার জবাব দেন তখনও বলেছিলেন সমস্যা সমাধানের পথ হল শারিয়াহর আলোকে বিষয়টার ফয়সালা করা মুবাহালার মাধ্যমে নয়। কিন্তু মূর্খ আদনানি আবু আব্দুল্লাহর এ কথার কোন জবাব দিতে পারেনি তাই আদনানি নিজে শায়খকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ জানায়। তাই আদনানি নিজে মুবাহালাকে ‘সত্যের মাপকাঠি’ বানিয়েছে যেমনটা উপরে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু জাহেল আদনানি এটা বুঝতে পারেনি যে সে আসলে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে!

খারেজিঃ আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখার অধিকাংশ নেতা মারা গিয়েছে- তবুও কি এটা মুবাহালার ফল নয়?।

জবাবঃ আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখার সাথে আদনানির মুবাহালার কোন সম্পর্ক নেই। তাই মুবাহালাতে যারা অংশ নেয় নি তাদের মৃত্যু যে এ কথা বলেছে তাঁর অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুরই প্রমাণ বহন করে না। মুবাহালা হয়েছিল আদনানি ও আবু আবদুল্লাহ শামির মাঝে আর শায়খ আবু আবদুল্লাহ এখনও আল্লাহর রহমতে জীবিত আছেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি আদনানির বিরুদ্ধে তাঁর দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ওই সময়ে আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখা আদনানি এবং তার গ্রুপকে খারেজী মনে করত না। বরং তাঁরা তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখত এবং তাদের ছাড় দিত। এবং এর বেশ কয়েকমাস পর যখন আমারিকা IS এর বিরুদ্ধে হামলার সিদ্ধান্ত নেয় আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখা এক বিবৃতিতে IS এর প্রতিরক্ষার জন্য কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার আহ্বান জানায় এবং তাদের খারেজী বলতে অস্বীকৃতি জানায়...!! তাই তর্কের খাতিরে বলতে হয় আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখার নেতারা এজন্য মারা পড়েছে কেননা তাঁরা তাদেরকে খারেজী মনে করত না...!!

খারেজিঃ ২। আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখার দখলে থাকা অধিকাংশ এলাকার পতন হয়েছে- তবুও কি এটা মুবাহালার ফল নয়?।

জবাবঃ এর জবাব আগের পয়েন্টেই দেয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তবে একটা বিষয় বলে রাখা দরকার, ইয়েমেনে আল-কায়েদার মুজাহিদদের কৌশলগত কারণে পিছু হটার ফলে সাময়িক ক্ষতি থেকে খারেজী IS এর ইরাক ও সিরিয়াতে এলাকা হারানো অনেক অনেক বেশী মারাত্মক!

খারেজিঃ ৩। জাবহাত আন নুসরার মুখপাত্রসহ দশ জনের মত নেতা মারা পড়েছে- তবুও কি এটা মুবাহালার ফল নয়?।

জবাবঃ আমরা আবারও বলছি মুবাহালাটি ছিল শায়খ আবু আবদুল্লাহ শামি ও আদনানির মধ্যে আর শায়খ আবু আবদুল্লাহ এখনও আল্লাহর রহমতে জীবিত আছেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি আদনানির বিরুদ্ধে তাঁর দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন।

যারা মুবাহালাতে অংশ নেয় নি তাদের মৃত্যু খাওয়ারিজদের জন্য কিছুই প্রমাণ করে না। এর বিপরীতে এটা প্রমাণ হয় যে, জাবহাত আন নুসরার সদস্যরা সব সময়ই মুখলিস ও সত্যবাদী মুজাহিদ ছিল কেননা জাবহাত আন নুসরার অনেক নেতা ক্রুসেডারদের বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন।

আদনানি তার "এটা আমাদের মানহাজ নয়, কখনও হবেও না" বক্তব্যে দাবি করেছিল আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং সে বলেছিল, "উসামার সময় কুফফাররা আল-কায়েদার প্রশংসা করত না কিন্তু এখন কুফফাররা আল-কায়েদার প্রশংসা করে".....!!

তাই যখন কুফফাররা জাবহাত আন নুসরার নেতাদের হত্যা করল তখন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে আদনানি একটা মিথ্যুক কেননা কুফফাররা যদি জাবহাত আন নুসরার প্রশংসাই করে থাকে তবে কেন তাদের নেতাদের হত্যা করবে? তাই জাবহাত আন নুসরার নেতাদের হত্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে আদনানি একজন মিথ্যুক ছাড়া আর কিছুই নয়...!!

কেননা জাবহাত আন নুসরার নেতাদের মৃত্যুই প্রমাণ করে যে কুফফাররা তাদের প্রতি সন্তুষ্টও না তাদের প্রশংসাও করে না যেমনটা আদনানি তার বয়ানে মিথ্যাচার করেছিল...!!

খারেজিঃ ৪। জাহরান আলাউশ এবং তার জাইশুল ইসলামের অপরাধী সদস্যরা মারা পড়েছে- যদিও এটা মুবাহালার ফল নয়?

৫। হাসান আবাউদ এবং আহরার আশ শামের আরও কিছু গুণ্ডা নিজেদের সাজানো নাটকে মারা পড়েছে- এরপরও এটা মুবাহালার ফল নয়?

জবাবঃ ৪র্থ ও ৫ম পয়েন্ট দুটো একই, তাই এ দুটোর জবাবও এক।

প্রথমত আমরা আবার বলছি, মুবাহালাটি ছিল শায়খ আবু আবদুল্লাহ শামি ও আদনানির মধ্যে আর শায়খ আবু আবদুল্লাহ এখনও আল্লাহর রহমতে জীবিত আছেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি মুবাহালাতে আদনানির বিরুদ্ধে তাঁর দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন। যারা মুবাহালাতে অংশ নেয় নি তাদের মৃত্যু খাওয়ারিজদের জন্য কিছুই প্রমাণ করে না।

দ্বিতীয়ত, জাহরান আলাউশ, হাসান আবাউদ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাদের মৃত্যু আদনানির গালে অনেক বড় একটা থাপ্পড়! এর কারণ খুবই সহজ...!!

কেননা খারেজী আদনানির প্রভাবে IS সবসময় এ মুসলিমদের সাহাওয়াত বলত। আর সাহাওয়াত হল তারাই যারা ইসলামের দুশমনদের দ্বারা পরিচালিত এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

সাহাওয়াতরা আমেরিকানদের আবিষ্কার যাদের তৈরিই করা হয়েছিল ইরাকের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তাই সাহাওয়াত হচ্ছে তারাই যারা কাফিরদের এজেন্ট, যারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু জাহরান আলাউশ, হাসান আবউদ এবং অন্যান্যদের মৃত্যু প্রমাণ করে যে আদনানি একজন মিথ্যাবাদী, কেননা এতে প্রমাণিত হয় এরা সাহাওয়াত নয় বরং মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করার অপরাধে তারা কুফফারদের হাতে নিহত হয়েছে।

অন্যথায় কুফফাররা এই মুসলিমদের হত্যা করত না যদি তারা এ খারেজীর মিথ্যা অনুযায়ী সাহাওয়াত হত। অন্যদিকে IS এই মুসলিমদের মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করেছে যা সাহাওয়াতদের কাজ কেননা জিহাদে বিজয় অর্জন বিলম্বিত করে তারা কুফফারদের সাহায্য করেছে।

খারেজিঃ ৬। জাওয়াহিরি হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে এবং তার মিথ্যা সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে (মৃত ব্যাক্তিকে বাই'আত দেয়ার মাধ্যমে)- এরপরও এটা মুবাহালার ফল নয়?

জবাবঃ জাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ) প্রমাণ করছেন তিনি একজন জ্ঞানী ব্যাক্তি এবং সালাফদের অনুসারী, কেননা মুসলিমদের নেতার মৃত্যুর কথা গোপন রাখা সালাফদের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

তাই মুসলিমদের নেতার মৃত্যুর কথা গোপন রেখে জাওয়াহিরি প্রমাণ করেছেন তিনি সালাফদের প্রকৃত অনুসারী এবং তিনি শত্রুদের ধাঁধায় ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের পরাস্ত করতে পেরেছেন। না হলে সালাফ এবং সাহাবিগণও(রাঃ) মিথ্যাবাদী কেননা তাঁরা মুসলিমদের থেকে তাদের নেতার মৃত্যুর খবর গোপন রেখছেন।

দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যাক্তিকে বাই'য়াত দেয়াতে তিনি মিথ্যুক হন নি বরং এটা প্রমাণ করে জাওয়াহিরি রাসুলﷺ'র আমল অনুসরণ করেছেন যিনি বলেছেন, "যুদ্ধ হল ধোঁকা।"

তাই তিনি যদি আল্লাহর রাসুলﷺ'র উপদেশ মেনে চলেন তাহলে তিনি কিভাবে মিথ্যাবাদী হন? তাহলে খাওয়ারিজদের মতে রাসুলﷺও মিথ্যাবাদী কেননা তিনি যুদ্ধে ধোঁকা দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন...!!
IS খাওয়ারিজদের দ্বীনের অবমাননা থেকে আমারা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই...!

খারেজিঃ ৭। জাওয়াহিরি আখতারকে বাই'য়াত দিয়েছে যে কি না ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র- এরপরেও এটা মুবাহালার ফল নয়।

জবাবঃ এগুলো একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা! আসলে এ বক্তব্য থেকে শায়খ আবু আবদুল্লাহ শামির কথা সত্য প্রমাণিত হয়, যিনি মুবাহালার সময় বলেছিলেন, **"IS প্রমাণ ছাড়া মানুষকে অপবাদ দেয় এবং তারা প্রমাণ ছাড়াই মুসলিমদের কাফির সাব্যস্ত করে ও তাদের হত্যা করে।"**

এবং তারা শুধু অনুমান এবং সন্দেহের অনুসরণ করে। তাই এটা আসলে মুবাহালার ফল এবং এটা প্রমাণিত হয় যে, IS শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই প্রমাণ ছাড়া মানুষের উপর অপবাদ দেয় ঠিক যেমনটি মুবাহালার সময় বলা হয়েছিল......!!

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আদনানির প্রতিটি মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা সে মুবাহালার সময় বলছিল এবং বিশ্বের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল IS অনুমান ও সন্দেহের উপর ভিত্তি করে অন্যের উপর দোষ চাপায়।

খারেজিঃ ৮। আখতার মারা গেছে বেশী দিন হয়নি এবং জাওয়াহিরি তার উত্তরসূরিকে বাই'আত দিয়েছে- এরপরও এটি মুবাহালার ফল নয়।

জবাবঃ এই বক্তব্য আসলে আগের বক্তব্যের জবাব দিয়ে দেয়।
কিভাবে তুমি বলতে পারো আখতার শত্রুদের এজেন্ট এবং শত্রুদের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক রয়েছে যখন তুমি নিজেই বললে আখতার শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে?

পরস্পর বিরোধী বক্তব্য।
যদি আখতার মনসুর রহঃ কুফফার শত্রুদের হাতে মারা গিয়ে থাকে এর মানে হচ্ছে সে শত্রুদের জন্য কাজ করছিল না। এর মানে হচ্ছে IS হল নির্বোধের দল কেননা তাদের নিজেদের কথাই পরস্পর বিরোধী!

তারা একবার বলে আখতার শত্রুর জন্য কাজ করে আবার একই সময়ে নিজেরাই শত্রুর হাতে নিহত হওয়ার জন্য তাকে দোষারোপ করে। অন্যদিকে তাঁর মৃত্যু প্রমাণ করে তাঁর সাথে শত্রুর কখনই ভালো সম্পর্ক ছিল না এবং তিনি কখনই শত্রুর জন্য কাজ করেন নি।

খারেজিঃ ৯। জাবহাত আন নুসরা আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং বাই'আত ভেঙ্গে তাদের বেঈমানি অব্যাহত রেখছে- তবুও এটা মুবাহালার ফল নয়?

জবাবঃ জাবহাত আন নুসরা প্রমাণ করল তারা বাই'আতের ব্যাপারে সবসময়ই সত্যবাদী ছিল যখন তারা আল-কায়েদা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। কারণ জাবহাত আল-কায়েদা থেকে আলাদা হয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করার পর এবং অনুমতি নেয়ার পর।

এটা প্রমাণ করে জাবহাত যদি তাদের নেতা হতে বিচ্ছন্ন হতে চায় তবে সবসময়ই অনুমতি নেয়। তাই এটি আদনানি এবং বাগদাদির মিথ্যা প্রকাশ করে দেয় যারা দাবি করেছিল জাবহাত বাই'আত ভঙ্গ করেছে এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

কেননা জাবহাত প্রমাণ করল তারা নেতার অনুমতি না নিয়ে বাই'আত ভঙ্গ করে না। অন্যদিকে বাগদাদি জাওয়াহিরির প্রতি তার বাই'আত ভঙ্গ করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং উম্মাহর সামনে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে।

তাই হ্যা! মুবাহালা প্রমাণ করল জাবহাত তাদের বাই'আতের ব্যাপারে কতটা সত্যবাদী এবং তারা তাদের নেতার প্রতি কতটা আন্তরিক এবং তারা কেবল তখনই সিদ্ধান্ত নেয় যখন তারা তাদের নেতার সাথে আলোচনা করে এবং তাদের থেকে অনুমতি ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে।

অন্যদিকে মুবাহালা বাগদাদি ও আদনানিকে মিথ্যুক হিসেবে প্রকাশ করে দিল যারা কখনই তাদের কথা রাখে না, না বাই'আতের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল!

খারেজিঃ ১০। অধিকাংশ গ্রুপ আমেরিকার অধীনে লড়াই করা শুরু করেছে এবং আমেরিকার বিমান হামলা প্রতিদিন শত শত মুসলিমকে হত্যা করছে- যদিও এটা মুবাহালার ফল নয়।

জবাবঃ এটা ছিল সবচেয়ে নির্বোধের মত কথা! আমেরিকার অধীনে যেসব গ্রুপ লড়াই করছে তার সাথে মুবাহালার কি সম্পর্ক? পরিষ্কার হয়ে গেল লেখকের জবাব দেয়ার মত কিছু নেই তাই সে নির্বোধের মত কথা বলে যাচ্ছে।

আমরা আবারও বলছি, মুবাহালাটি ছিল শায়খ আবু আবদুল্লাহ শামি ও আদনানির মধ্যে আর শায়খ আবু আবদুল্লাহ এখনও আল্লাহর রহমতে জীবিত আছেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি মুবাহালাতে আদনানির বিরুদ্ধে তাঁর দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন। অন্য গ্রুপের সাথে মুবাহালার কোন সম্পর্ক নেই।

খারেজিঃ ১১। আহরার আশ-শাম এমন কনফারেন্সে অংশ নিচ্ছে যা পশ্চিম এবং আরবের মুনাফিকদের দ্বারা আয়োজিত এবং তারা ক্রুসেডারদের থেকে সাহায্য চাচ্ছে- যদিও এটা মুবাহালার ফল নয়।

জবাবঃ এই বক্তব্যটি আগের বক্তব্যের মতই অজ্ঞতা ও মূর্খতায় পরিপূর্ণ! এর সাথে মুবাহালার কোন সম্পর্ক নেই।

খারেজিঃ ১২। জাবহাত আন নুসরা (বর্তমান জাবহাত ফাতহুশ শাম) যেসব দল আমেরিকা দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত সেসব দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করা থেকে পিছু হটছে- এরপরও এটা মুবাহালার ফল নয়।

জবাবঃ ওরে অন্ধ, মূর্খ খারেজী!

তুমি কি দেখছ না যেসব দল আমেরিকার আদেশ অনুযায়ী চলে তাদের সাথে জাবহাত যদি যোগ দেয়া থেকে পিছু হটে, তবে জাবহাতের সাথে যে তাগুতের সুসম্পর্ক নেই এটি কি তার অন্যতম বড় প্রমাণ নয়?

অন্যদিকে খাওয়ারিজরা সবসময়ই জাবহাতের উপর এই অপবাদ দিয়ে এসেছে যে তারা তাগুতের সাথে হাত মিলিয়েছে। এর মাধ্যমে আবার প্রমাণিত হল আদনানি মুবাহালায় মিথ্যা বলেছিল যখন সে আল-কায়েদাকে অপবাদ দিয়েছিল তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং সাহাওয়াত ও তাগুতের সাথে হাত মিলিয়েছে।

কিন্তু এখন লেখক নিজেই প্রমাণ করছে আদনানি একটা মিথ্যুক! কেননা লেখক নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে জাবহাত তাগুতের সাথে হাত মিলায় নি...!! তাদের মুখ থেকেই সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল...!!

খারেজিঃ ১৩। হিমস, দা'রা এবং দামেস্কে বিভিন্ন গ্রুপ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের অধিকৃত জায়গা হারিয়েছে এবং সরকারের দেয়া বাসে করে পালিয়েছে- এরপরেও এটা মুবাহালার ফল নয়।

জবাবঃ হিমস, দা'রা এবং দামেস্কের গ্রুপগুলো কি করেছে এর সাথে মুবাহালার কি সম্পর্ক?

আমরা আবারও বলছি, মুবাহালাটি ছিল শায়খ আবু আবদুল্লাহ শামি ও আদনানির মধ্যে আর শায়খ আবু আবদুল্লাহ এখনও আল্লাহর রহমতে জীবিত আছেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি মুবাহালাতে আদনানির বিরুদ্ধে তাঁর দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন। অন্য গ্রুপের সাথে মুবাহালার কোন সম্পর্ক নেই।

আর বলে রাখা ভালো, শামে মুজাহিদিনদের যত ক্ষতি হয়েছে তার সব কিছুর জন্যই বিশ্বাসঘাতক খারেজী IS দায়ী কেননা খারাজি IS মুসলিমদের উপর অবরোধ দিয়ে এবং তাদের আক্রমণ করে কুফফারদের সাহায্য করে যাচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষতির কারণ হচ্ছে খারেজী IS এর বিশ্বাসঘাতকতা, মুবাহালা নয়...!!

তাই এ খাওয়ারিজদের আ'দ জাতির মত হত্যা করা জরুরী।

খারেজিঃ ১৪। অহঙ্কার আর পথভ্রষ্টতার সর্দারেরা লন্ডন এবং কানাডাতে এলিজাবেথের আঁচলের নিচে বসে ক্রমাগত ঘেউ-ঘেউ করে যাচ্ছে- এবং এরপরেও এগুলো মুবাহালার ফল নয়।

জবাবঃ লন্ডন এবং কানাডার সম্মানিত উলামাদের মত করে আর কেউ খাওয়ারিজদের মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেন নি যারা তাদের সারা জীবন মুসলিম এবং মুজাহিদিনের সপক্ষে লড়াই করে গেছেন।

খাওয়ারিজরা তাদের কথার উত্তর দিতে পারে নি অথচ শায়েখ ডঃ হানী সিবাই প্রকাশ্যে তাদের বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। বিতর্কে তাঁর মুখোমুখি হওয়ার মত ক্ষমতা তাদের নেই।

তাই সম্মান ও ইজ্জতের কথা খাওয়ারিজদের মুখে কিভাবে শোভা পায় যখন কি না তারা শায়েখ হানী সিবাইয়ের সাথে বিতর্কে মুখোমুখি না হয়ে তারা কাপুরুষের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে?

তাই খাওয়ারিজরাই ইন্টারনেটে মিথ্যা ছড়িয়ে, প্রমাণ ছাড়া তাকফির করে এবং এসব উলামাদের সাথে বিতর্কে না বসে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে...!!

(নোটঃ মূলতঃ গৃহবন্দিত্ব, নজরদারী, ভ্রমন ভিসায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ, বৈশ্বিক জিহাদের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অনেক ভাই এবং উলামা সরাসরি ময়দানে উপস্থিত থাকতে পারেন না... একমাত্র গণ্ডমূর্খরাই এজাতীয় অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে... তাহলে ঐ সকল ব্যক্তি যাদেরকে খাওয়ারিজরা নিজেদের অনুকরণীয়-অনুসরণীয় বানিয়েছিল তাদের ব্যাপারেও কি "এলিজাবেথের আঁচলের নিচে অবস্থানকারী" কথাটি প্রযোজ্য হবে না? যেমন- আঞ্জেম চৌধুরী, আবু বার'আ! নাকি নিজেদের ক্ষেত্রে একথা বলার সুযোগ নেই!?)

খারেজিঃ এখানে মুবাহালার পর ঘটে যাওয়া অল্প কিছু বিষয়ের কথা বলা হল, তাই আমাদের কোন নেতা শহীদ হলেই হাসাহাসি ও ঘেউ-ঘেউ কর না।

জবাবঃ নবি ﷺ এক হাদিসে বলেছেন, "খাওয়ারিজরা হল জাহান্নামের কুকুর"। তাই খাওয়ারিজরা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে, কুকুরের মত চলা-ফেরা করে এবং কুকুরের মত মরে।

তাই যখন খারেজী আদনানি মারা গেল তার জন্য কোন ইজ্জত-সম্মান নেই কেননা সে এমন এক লোক কুকুরের মত জীবনযাপন করত এবং কুকুরের মত মারা পড়েছে। এবং যখন একজন খারেজী কুকুরের মত মারা পড়ে তার জন্য সম্মান অনুভব করার কিছু নেই।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার; খারেজী IS ক্রুসেডারদের বিমান হামলায় নিহত আদনানিকে শহীদ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা যে বিষয়টা লুকিয়ে যাচ্ছে তা হল, ড্রোন হামলার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয় এবং এর ভিত্তি হল এমন নিউজ রিপোর্ট যার নিশ্চয়তা নেই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি একবার আমেরিকা হামলার দায় স্বীকার করছে এবং আরেকবার রাশিয়া দায় স্বীকার করছে। তাই দেখা যাচ্ছে বিষয়টা পরস্পর বিরোধী।

কিন্তু খারেজী IS এর অনুসারীরা যা বলতে চাচ্ছে না তা হল বেশ কিছু রিপোর্টে বলা হচ্ছে আদনানি তার নিজের দলের লোকের হাতে মারা পড়েছে।

অন্য কথায় বলতে হয়, সে ক্রুসেডারদের হাতে মারা পড়েনি বরং সে নিজের দলের লোকের হাতে মারা পড়েছে....!! এবং প্রায়ই বিশ্বাসঘাতক ও অপরাধীরা এভাবে মারা পড়ে। তারা তাদের নিজের লোকের হাতেই মারা পড়ে...!!

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

আদনানি দুই জায়গায় দুটি বক্তব্য দিয়েছিল। একটি ছিল শায়েখ আবু আবদুল্লাহ শামির সাথে মুবাহালায় যার শিরোনাম ছিল **"তাহলে আমরা সবাই বলি মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক"**। আরেকটি ছিল তার অন্য বক্তব্যে যার শিরোনাম **"এটা আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনও হবেও না"**

মুবাহালাতে সে যে বক্তব্য দিয়েছিল তা হল, "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা বলছে তার উপর তোমার গজব বর্ষণ করো।" অন্যভাবে বললে,

সে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দাবি করেনি যেন তাদের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন মারা যায়। সে মুবাহালায় আল্লাহর নিকট শুধু গজবের দু'আই করেছিল। এবং এর মানে মৃত্যু কিংবা হত্যা নয়।

এবং এ বিষয়টি তাদের অন্য এক বক্তা তুর্কি বিন আলির সাম্প্রতিক এক বক্তব্য থেকে নিশ্চিত হয় যেখানে সে মুবাহালার ব্যাপারে আদনানির পক্ষ অবলম্বন করে বলেছে আদনানি শুধু আল্লাহর নিকট যে মিথ্যুক তার উপর

গজবের দু'আ করেছিল এবং সে কারও মৃত্যু কামনা করেনি। এবং তুর্কি বিন আলি (IS এর প্রধান মুফতি) আরও বলে "কারও উপর অভিশাপ মানে তার মৃত্যু নয় বরং এর মানে হচ্ছে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।"

কিন্তু অন্যদিকে সে "এটি আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনও হবেও না" শিরোনামে যে বক্তব্য দিয়েছিল সেখানে আদনানি বলেছিল, "হে আল্লাহ! যদি এ রাষ্ট্রটি খাওয়ারিজদের রাষ্ট্র হয় তবে এর কোমর ভেঙ্গে দাও, এর নেতাদেরকে হত্যা কর এবং এর পতাকা নামিয়ে দাও......" অন্যকথায়, দ্বিতীয় বক্তব্যে সে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিল যদি তারা খারেজী হয়ে থাকে তবে এই গ্রুপের নেতারা যেন মারা পড়ে, কিন্তু সে মুবাহালার সময় এমন কোন কথা বলে নি।

তাই আদনানির মুবাহালার বক্তব্য যেখানে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে গজবের দু'আ করেছিল, এর সাথে তার অন্য বক্তব্যের পার্থক্য আছে যেখানে সে দু'আ করেছিল আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের হত্যা করে যদি তারা খারেজী হয়ে থাকে।

এর মানে হচ্ছে আদনানির মৃত্যু এবং জাবহাত ও অন্যান্য গ্রুপে তার প্রতিপক্ষের মৃত্যুর মাঝে পার্থক্য আছে।

এর কারণ হল আদনানি বলেছিল "হে আল্লাহ! যদি এ রাষ্ট্রটি খাওয়ারিজদের রাষ্ট্র হয় তবে এর কোমর ভেঙ্গে দাও, এর নেতাদেরকে হত্যাকর এবং এর পতাকা নামিয়ে দাও", কিন্তু সে মুবাহালাতে একথা বলেনি।

সে মুবাহালাতে একথাও বলেনি *"হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে গ্রুপ মিথ্যা বলছে তুমি তাদের নেতাকে হত্যা কর...।" সে মুবাহালাতে একথাও বলেনি "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে গ্রুপ মিথ্যা কথা বলছে তুমি তাদের নেতাদের হত্যা কর...",*

বরং সে শুধু তার গ্রুপের নেতাদের হত্যার দু'আ করেছিল যদি তারা খারেজী হয়ে থাকে এবং মিথ্যা বলে থাকে। সে আল্লাহর কাছে অন্য গ্রুপের নেতাদের মৃত্যু কামনা করেনি যদি তারা মিথ্যা বলে থাকে...!!

এর মানে দাড়ায়, আদনানির বক্তব্য অনুসারে IS'র নেতারা যদি নিহত হয় তবে তারা খারেজী এবং মিথ্যুক। *অন্যদিকে যদি জাবহাত কিংবা অন্য গ্রুপের নেতাদের কেউ নিহত হয় তবে এর মানে এ নয় যে তারা মিথ্যা বলেছিল কেননা আদনানি তার প্রতিপক্ষের মৃত্যুকে তারা মিথ্যা বলছে কি না এ ব্যাপারে মানদণ্ড বানায় নি...!! সে শুধু তার নিজ গ্রুপের জন্য মৃত্যুকে মানদণ্ড বানিয়েছিল, তার প্রতিপক্ষদের জন্য নয়...!!*

উপসংহারঃ

আদনানি তার "এটি আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনও হবেও না" শীর্ষক বক্তব্যে বলেছিল, "হে আল্লাহ! যদি এ রাষ্ট্র খাওয়ারিজদের রাষ্ট্র হয় তবে এর কোমর ভেঙ্গে দাও, এর নেতাদেরকে হত্যা কর এবং এর পতাকা নামিয়ে দাও..."।

আদনানির এ বক্তব্যটি আল্লাহর রাসুল ﷺ’র জমানায় আবু জাহেলের নেতৃত্বাধীন কুরাইশ মুশরিকদের বক্তব্যের সাথে মিলে যায়।

আল্লাহ তা’আলা সুরা আনফালের ৩২ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বলেন,

> **“এবং স্মরণ কর যখন তারা (মুশরিক) বলল, ‘হে আল্লাহ! যদি এটি (কুর’আন) আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য কিতাব হয়ে থাকে তবে আপনি আমাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আমাদের উপর কঠিন শাস্তি চাপিয়ে দিন’।”**

তাই আল্লাহ এই দু’আ কবুল করলেন এবং তাদের শাস্তি দিলেন। এভাবে আল্লাহ তা’আলা মুশরিকদের শাস্তি দিলেন যখন তারা আল্লাহ তা’আলার নিকট শাস্তি কামনা করেছিল।

> ***একইভাবে মুশরিকদের মত করে আদনানি বলেছিল,***
>
> ***“হে আল্লাহ! যদি এ রাষ্ট্র খাওয়ারিজদের রাষ্ট্র হয় তবে এর কোমর ভেঙ্গে দাও,***
>
> ***এর নেতাদেরকে হত্যা কর***
>
> ***এবং এর পতাকা নামিয়ে দাও,***
>
> ***এর সৈন্যদের সঠিক পথ দেখাও।***
>
> ***হে আল্লাহ! যদি এটি ইসলামী রাষ্ট্র হয়, যদি এটি তোমার কিতাব এবং তোমার রাসুল ﷺ’র সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত হয়,***
>
> ***তোমার দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহলে একে অটল রাখো, একে ইজ্জত দাও, একে বিজয় দান করো, সারা বিশ্বব্যাপী একে কর্তৃত্ব দাও, এবং একে নবুয়াতের আদলে খিলাফা বানাও।***
>
> ***হে মুসলিমগণ! আপনারা সবাই আমিন বলুন।”***

তাই আজকে আমরা নিম্নরূপ দেখতে পাচ্ছি। আদনানি বলেছিল যদি তারা খারেজী হয়ে থাকে-

১| **“তাহলে যেন এর কোমর ভেঙ্গে দেয়া হয়”**- আমরা দেখছি IS ক্রমাগত তাদের দখলকৃত ভূমি হারাচ্ছে। অবস্থা এতই খারাপ যে আদনানি তার শেষ বক্তব্যে তার সৈনিকদের মরু অঞ্চলে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে কেননা তারা তাদের সব ভুমি একে একে হারাচ্ছে।

এবং সে তার সৈন্যদের সাহস না হারানোর জন্য এবং সর্বদা লড়াই করার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকার জন্য উৎসাহ দিয়েছে। তাই এ বক্তব্য প্রমাণ করে তারা নিজেরাই তাদের বিশাল পরাজয়ের সাক্ষী এবং এটি দিন দিন বেড়ে চলছে। IS’র কোমর কিভাবে ভেঙ্গে গেছে এটা বুঝার জন্য এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হয় না।

২। **“এর নেতাদের হত্যা কর”**- বাগদাদি সহ কয়েকজন নেতা ছাড়া তাদের সব নেতা নিহত হয়েছে। এবং এ কথা বলে আসলে আদনানি নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে। সে নিজেই প্রমাণ করেছে সে খাওয়ারিজদের অন্তর্ভুক্ত।

৩। **“এর পতাকা নামিয়ে দাও”**- খারেজী IS এর সদস্যরা এখন নিজেরাই বিভক্ত এবং তারা একে অন্যকে তাকফির করে। এটা প্রমাণ করে তাদের মানহাজ সম্পর্কে ধারণা নেই এবং কোন ঐক্যও নেই। *তাই হ্যা! আদনানির দু'আ কবুল হয়েছে। তাদের পতাকার পতন হয়েছে এবং তারা নিজেরাই বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত।*

আদনানি আরও বলেছিল যদি তারা ইসলামী রাষ্ট্র হয় এবং যদি কুর'আন, সুন্নাহ দিয়ে শাসন পরিচালনা করে, ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে-

১। **“যেন আল্লাহ একে অটল রাখে”**- পিকেকে'র মহিলা সৈন্যদের মুখোমুখি না হয়ে যখন IS এর সৈন্যরা পলায়ন করে তখন অবশ্যই এটা অটল অবস্থায় নেই...!! তারা মহিলাদের থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে...!!

এবং তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেছে। এবং এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে তারা জারবালুস থেকে কোন প্রকার লড়াই না করেই পালিয়েছে; তাদের শত্রুরা সেখানে প্রবেশ করার আগেই তারা পালিয়েছে...!! বুঝাই যাচ্ছে ময়দানে তারা অটল অবস্থায় নেই...!

২। **“যেন এর ইজ্জত বাড়িয়ে দেয়া হয়”**- IS ইরাক ও সিরিয়াতে ক্রমাগত ভুমি হারানোর ফলে তারা নিজেদেরকে এত অপমানজনক অবস্থায় নিয়ে গেছে যে শত্রুরা এখন তাদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণ করছে এবং তাদের মহিলাদের যুদ্ধের মাল হিসেবে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করছে...!! তারা তাদের মহিলা ও পরিবারের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে না এবং তাদের জন্য কোন সম্মান অবশিষ্ট নেই...!!

৩। **“একে যেন বিজয় দান করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী যেন এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়”**- IS সব জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আফগানিস্তান, লিবিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন এবং অন্য জায়গায় তাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের মিথ্যা সবার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই যখন সবার কাছে তাদের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন সেখানে বিজয় কোথায়? সবখানে যখন তারা পরাজিত হচ্ছে তখন “বিশ্বব্যাপী তাদের কর্তৃত্ব' কোথায়...?”

[নোটঃ বাংলাদেশেও এটা প্রতীয়মান]

৪। **“যেন এটি নবুয়াতের আদলে খিলাফত হয়”**-

আলহামদুলিল্লাহ, এটা সবার কাছেই পরিষ্কার যে,

ক) তাদের এটা খিলাফাই নয় কেননা খিলাফা মুসলিমদের মাঝে ঐক্য তৈরি করে এবং তাদের রক্ষা করে। অথচ IS সবজায়গায় অনৈক্য তৈরি করছে এবং নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না, মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা তো বাদই দিলাম।

খ) তাদের এটা নবুয়াতের আদলে খিলাফত নয় কেননা নবি ﷺ'র অন্যতম গুণ ছিল সত্যবাদিতা। অথচ IS এত বেশী পরিমানে মিথ্যা বলছে যে তারা আমাদের দাজ্জালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গ) তারা কোন সহিহ ইসলামী দলই না। বরং তারা এমন এক দল যার নেতারা হল ক্ষমতালোভী চোর যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ধর্মের লেবাস ধারণ করে ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া...!!

উপরে আদনানির আল্লাহ তা'আলার নিকট যে দু'আ উল্লেখ করা হল তার উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, তারা কি খাওয়ারিজ নাকি তারা কুর'আনের আইন বাস্তবায়ন করে এবং ইসলামের দুশমনদের সাথে লড়াই করে।

তাই সত্যনিষ্ঠ যেকোন ব্যাক্তির এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত...!

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

“

অবশ্যই এতে তার জন্য উপদেশ রয়েছে যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে এবং যে এক মনে শ্রবণ করে।

”

[সুরা কা'ফ : ৫০:৩৭]